খেলাঘর

এই আমার খেলাঘর,আমার পুতুলের সংসার
এই আমারঅর্ধাঙ্গিনী, এই আমি, এই আমার কন্যকা
এই দশফুট বাইআটফুট ঘেরা জায়গাতেই
আমাদের বসার ঘর,শোবার ঘর, রান্নাঘর, মেয়ের পড়ার ঘর
এই ঘরেই রোজস্বপ্নরা বেড়াতে আসে
এই ঘরেই ভরে থাকে ডালে সম্বরা দেওয়ার গন্ধ
এই ঘরেই কাঠের সিংহাসন জুড়ে বসে থাকেন নারায়ণেরপাশে লক্ষী
দেওয়াল দখল করেথাকে শিব,কালি,শ্রীদেবীর ক্যালেন্ডার
এই ঘরেই আমি খালি গায়ে ঘুরে বেড়াইনিঃসঙ্কোচে
মাথা পেতে দিই বৌয়ের কোলে
চুলে বিলি কেটেদেয় সে, মেয়ে এসে পাশে বসে
পাতলা হয়ে আসাকালো চুলের ভেতর থেকে বেছে তোলে সাদা চুল
দশ খানা পাকা চুল তুললে একখানা লেবুলজেন্স
এই ঘরেই আমাদেরহাসিকান্না, আমাদের মান অভিমান
দু চোখেআষাঢ়—শ্রাবণ, দু চোখে পৌষ-অঘ্রাণ

অভাব সে তোলেগেই আছে এই ঘরেতে, তা বলে কি আর গান গাবো না
এ ঘরেই আছড়েপড়ে গান
এ ঘরেই ছড়ার খেলা, অন্তাক্ষরী
এ ঘরেই গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসা --- এখন কি করি

আজ তো খেলায় খেলায় দিন কাটলো
দুপুর বেলায়খাওয়ার পাতে মিছিমিছি মাংস দিলে,পোলাও দিলে
চাটনি দিলে সঙ্গে দই
আ চই চই হাঁস ঘরে তোলা বিকেল হলো মেঘের বুকে
গুছিয়ে রাখারসময় হলো খেলনাপাতি
মেয়ে দুধভাত,খেলুড়ে দুজনই, দোষী চোখে তাকিয়ে দেখি
লজ্জাবতী পাতারমতো ঘুমিয়ে পড়েছে খিদের ছোঁয়ায়
ছোট্ট মেয়ে
চোখের কোণায়শুকিয়ে গিয়েছে চোখের জল
পদ্মপাতায় তাইকি আজ টলটল করে সুখ দুঃখ
এদিকে গড়ায়ওদিকে গড়ায়
এই আমারপুতুলের সংসার, এই আমার খেলাঘর ।

স্নেহাশিস শুকুল